ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৩ বর্ষ ২৪তম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১৬ পৌষ ১৪২৬, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

উপাচার্যের নববর্ষের শুভেচ্ছা

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সকলের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করেন।

একই সাথে দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করে উপাচার্য বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার পথে দেশ এগিয়ে চলেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্জিত সাফল্য এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী, আগামী বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সাড়ম্বরে উদযাপিত হবে। গুরুত্বপূর্ণ এসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে এবং সুখী, সমৃদ্ধশালী ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করাই হোক সকলের নববর্ষের অঙ্গীকার।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ প্রত্যুষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ উৎসবমুখর পরিবেশে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রত্যুষে উপাচার্য ভবনসহ প্রধান প্রধান ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৬টা ৩০মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত হন এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া, উপাচার্যের নেতৃত্বে ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানীসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির উদ্যোগে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে 'সাহসের জয়' শীর্ষক দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি রায়হানুল ইসলাম আবিরসহ সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ছায়ানটের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে 'হাজারো কণ্ঠে জাতীয় সংগীত' শীর্ষক এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিজয় দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উভয় অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা এবং (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো.আখতারুজ্জামান নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলির সঙ্গে গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ তাঁর কাঠমুন্ডুস্থ সরকারি বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন।

উপাচার্যের নেপাল সফর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নেপাল সফর শেষে গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ দেশে ফিরেছেন। নেপালের ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫তম সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ বুধবার ৪-দিনের এক সরকারি সফরে নেপাল গমণ করেন। গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ বৃহস্পতিবার এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

সফরকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নেপালের প্রধানমন্ত্রী এবং ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মি. কেপি শর্মা অলির সঙ্গে (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

"টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সবুজ পরিবেশ" প্রতিপাদ্য নিয়ে "Environmental Solutions for Sustainable Development: Towards Developed Bangladesh" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সাব-কমিটির উদ্যোগে এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এমপি প্রধান অতিথি এবং আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন আয়োজক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আফতাব আলী শেখ স্বাগত বক্তব্য দেন এবং কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কৃষিমন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সরকার ইতোমধ্যেই কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরিবেশ দূষণ থেকে জাতিকে রক্ষা করতে তরুণ প্রজন্মকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। পরিবেশকে যথাযথভাবে সুরক্ষার মাধ্যমে দেশে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য পরিবেশ বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদদের প্রতি আহ্বান জানান। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে তিনি কল-কারখানা ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া নির্গমন বন্ধের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রিয়াসহ বিভিন্ন দেশের পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে "Applied Statistics" শীর্ষক ৩দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Emerging Challenges in Data-centric World".

সম্মেলন চেয়ার অধ্যাপক ড. এম সেকান্দার হায়াত খানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমেরিকান পরিসংখ্যান এসোসিয়েশনের সভাপতি ড. ওয়েন্ডি মার্টিনেজ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ইশরাত রায়হান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মের 'ডাটা ম্যানেজমেন্ট' দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যান গবেষকদের জন্য এই সম্মেলন একটি কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, বিশ্বের ১৯টি দেশের শিক্ষক ও গবেষকগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে দু'শতাধিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। (ছবি ৩য় পৃষ্ঠায়)

২৬জন গবেষকের পিএইচ.ডি., এবং ১৭জনের এম.ফিল. ডিগ্রি লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ২৬জন গবেষক পিএইচ.ডি., ১৭জন এম.ফিল. এবং ২জন ডি.বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেছেন। গত ৩০ অক্টোবর ২০১৯ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় তাদের এই ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন: বাংলা বিভাগের অধীনে আসমা জাহান, মোস্তফা আহাদ তালুকদার, ইতিহাস বিভাগের অধীনে সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম, মিলটন কুমার দেব, আরবী বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মুহাম্মদ রুহুল আমীন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে মাহমুদা খানম, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, এস. এম. মাছুম বাকী বিল্লাহ, মো. রাশেদুল হাসান, উর্দু বিভাগের অধীনে আ. ন. ম. এহছানুল মালিকী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মো. মাহ্‌বুবুর রহমান, লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে মো. মতিয়ার রহমান, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে শেখ মাসুদুর রহমান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে সৈয়দ লুৎফর রহমান, মো. মাকসুদুল আলম, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মো. নুরুল আমিন, মো. আল-আমীন, জান্নাতুল ফেরদৌস, জিনাত জেবিন, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে গালিব হাশমী, মার্কেটিং বিভাগের অধীনে রাজিয়া সুলতানা সুমি, (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির উদ্যোগে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে 'সাহসের জয়' শীর্ষক দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি রায়হানুল ইসলাম আবিরসহ সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুজ্জ্বল রাখতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্যোগে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর সহযোগিতায় ঢাবি হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল মাঠে দিনব্যাপী 'গৌরবময় বিজয়ের ৪৮ বছর' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান এবং বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার)। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষক ও বাংলাদেশ পুলিশের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সাইকেল লেন বাস্তবায়ন পরিষদের উদ্যোগে "হাজার মানুষের কণ্ঠে, গেয়ে ওঠো বিজয়ে গান, আমার সোনার বাংলাদেশ, সবার চাইতে বেশ" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে এক সাইকেল র‍্যালি বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই র‍্যালির নেতৃত্ব দেন। এসময় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হুমায়ুন কবীর এবং বাংলাদেশ সাইকেল লেন বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি আমিনুল ইসলাম টুব্বুস উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষ্যে সকাল থেকে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি চলে। বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ফজলে হাসান আবেদ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ এক শোক বাণীতে উপাচার্য বলেন, স্যার ফজলে হাসান আবেদ নিরলসভাবে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করেন। সততা, কর্মনিষ্ঠা, বিনয় ও মানবিকতার এক বিরল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্মের জন্য তিনি মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ শুক্রবার রাতে স্যার ফজলে হাসান আবেদ ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

রবিউল হুসাইন-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, রবিউল হুসাইন বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সংরক্ষণের সকল উদ্যোগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতে এক অপূরণীয় শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। অসাধারণ স্থাপত্য ও সাহিত্য কর্মের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, রবিউল হুসাইন গত ২৬ নভেম্বর ২০১৯ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

মরহুম নুরুল ইসলাম স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মরহুম নুরুল ইসলামের স্মরণে 'মরহুম নুরুল ইসলাম স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট' গত ২৪ নভেম্বর ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল মাঠে শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. শাহজাহান খানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্যার এ. এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কে. এম সাইফুল ইসলাম খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মো. আমিরুল ইসলাম।

ঢাবি চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত ১১-দিনব্যাপী এই ফুটবল টুর্নামেন্ট-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারীদের নিয়ে ৮টি টিম অংশগ্রহণ করে।

উপাচার্যের নেপাল সফর

(১ম পৃষ্ঠার পর) গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ তাঁর কাঠমুন্ডুস্থ সরকারি বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এছাড়াও তিনি নেপালের শিক্ষামন্ত্রী গিরিরাজ মনি পোখরেল, ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ধর্ম কে. বাসকোটাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সাথে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

অধ্যাপক ড. মো. মজিবুর রহমানকে এস এম হলের প্রাধ্যক্ষ নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মজিবুর রহমানকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার, ১৯৭৩-এর ১ম স্ট্যাটিউটস-এর ১৮(১) ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তাকে এই নিয়োগ প্রদান করেন।

অধ্যাপক ড. মো. নাসিরউদ্দিন মুন্সীকে ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নাসিরউদ্দিন মুন্সীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তাকে এই নিয়োগ প্রদান করেন। পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন টিচিং এন্ড লার্নিং-এর উদ্যোগে দিনব্যাপী এক কর্মশালা গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. দিবা হোসেন এবং অধ্যাপক ড. মাহবুব আহসান খান আলোচনায় অংশ নেন। সেন্টারের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ.টি.এম. সামছুজ্জোহা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকগণ এই কর্মশালায় অংশ নেন। উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন টিচিং এন্ড লার্নিং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ধারাবাহিকভাবে কর্মশালার আয়োজন করে আসছে।

ঔপনিবেশিক যুগের কৃষক বিদ্রোহ বিষয়ক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে 'ঔপনিবেশিক যুগের কৃষক বিদ্রোহ ও কৃষক চেতনার নানা গড়ন ও প্রক্রিয়া' শীর্ষক এক সেমিনার গত ২১ নভেম্বর ২০১৯ কেন্দ্রের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. জিয়া রহমানের সভাপতিত্বে এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সুস্নাত দাশ। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. সুস্নাত দাশ সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ এশিয়ার কৃষক-বিদ্রোহ সংক্রান্ত গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কৃষক বিদ্রোহের চরিত্র নিয়ে সাধারণত দু ধরণের তর্ক আছে। কারো মতে আঠারো-উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহগুলো ছিল অপরিকল্পিত, অসংগঠিত, লক্ষ্যহীন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববিহীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত। আবার অনেকে মনে করেন এগুলো ছিল পরিকল্পিত, সুসংগঠিত এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে পরিচালিত।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্যোগে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর সহযোগিতায় গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল মাঠে দিনব্যাপী 'গৌরবময় বিজয়ের ৪৮ বছর' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্ব দর্শন দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ২১ নভেম্বর ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্ব দর্শন দিবস পালিত হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে "বৈশ্বিক সহযোগিতায় দর্শন"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র এবং দর্শন বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে এ উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, সেমিনার, স্মরণিকা প্রকাশ, দর্শন বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

এ উপলক্ষ্যে টিএসসি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. সাজাহান মিয়ার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। "আধুনিক প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্ব : উৎপত্তি ও স্বরূপ বিচার" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. এম মতিউর রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. হারুন রশীদ। এছাড়া, দর্শন বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সম্পাদক মাহফুজা রহমান চৌধুরী বাবলী ও ঢাকা কলেজ দর্শন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ফাতিমা জোহরা বক্তৃতা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান দর্শনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উদার,অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দর্শন মানুষকে সত্যনিষ্ঠ হতে শেখায় এবং সত্য উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করে। কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনেও দর্শনের ভূমিকা অপরিসীম। অন্যের ক্ষতি না করা এবং মানুষের কল্যাণ কামনা করা দর্শন শিক্ষার মূল উপজীব্য। দর্শনের শিক্ষাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি, পরিবার তথা সমাজ জীবনে চলমান নানা সমস্যা সমাধানের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালে ইউনেস্কো বিশ্ব দর্শন দিবসের ঘোষণা দেয়। ২০০৫ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে প্রতিবছর নভেম্বর মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার বিশ্ব দর্শন দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে নিয়মিতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্ব দর্শন দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা সমাপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে "Research Paradigms and Advanced Methodology in Arts and Social Sciences" শীর্ষক ১১দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ১৪ নভেম্বর ২০১৯ কেন্দ্রের মিলনায়তনে শেষ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. আব্দুল বাছিরের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মানব সভ্যতার উন্নয়নে সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের কল্যাণে গবেষকদের কাজ করতে হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ১৯জন গবেষক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

ব্রিটিশ কাউন্সিল ডিরেক্টর

ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. টম মিশসা গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাবি জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৃটিশ কাউন্সিলের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম আরও গতিশীল করার ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। এছাড়া, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারেও তাঁরা ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেকগুলো সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এর আওতায় ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলা যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বৃটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের জন্য যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

টম মিশসা বলেন, বৃটিশ কাউন্সিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চলমান সম্পর্ক ও সহযোগিতা আরও জোরদার করতে আগ্রহী। আগামী ২০২১ সালে বৃটিশ কাউন্সিলের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য 'কমনওয়েলথ্ বৃত্তি' সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে বলে তিনি উপাচার্যকে অবহিত করেন। এছাড়া, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে বৃটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে ঢাকায় উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত একটি সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে তিনি ঢাবি উপাচার্যের সহযোগিতা কামনা করেন। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় বৃটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর টম মিশসাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

জাপানের প্রতিনিধিদল

জাপানের ইকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. শিগেকি মাসুনাগা-এর নেতৃত্বে চার-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন জাপানের সিজুকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাকাশি আমাগাই, ড. মাসাহিরো তকোমুরা এবং কেনটো সিই।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, ড. আনোয়ার হোসেন এবং ড. মো. হাবিবুল্লাহ-আল-মামুন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপানের ইকোহামা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিজুকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিজুকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা নিয়েও সভায় ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, জাপান হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী দেশ। জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে এবং বাংলাদেশের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। জাপানের এই সহযোগিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশে অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় প্রতিনিধিদলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

চীনের পৃথক দু'টি প্রতিনিধিদল

চীনের হুয়াজং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির অধ্যাপক ড. লিউ উই-এর নেতৃত্বে আট-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল এবং সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এক্সচেঞ্জেস-এর পরিচালক ড. ঝু জেনচেন-এর নেতৃত্বে ছয়-সদস্য বিশিষ্ট পৃথক একটি প্রতিনিধিদল গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা হলেন- হুয়াজং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির অধ্যাপক চেং ওয়েনকিং, চায়না ইউনিভার্সিটি অব মিনিং এন্ড টেকনোলজির অধ্যাপক ইউ উই, উহান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির অধ্যাপক ইং শিয়ং ওই, সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এক্সচেঞ্জেস-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ চেন ওয়েন লিং, ড. রেন হ্যাপিং, ড. ঝেন মোনান, ড. লি ফেনগেন্ড এবং ড. মেই গুয়ানকুন।

পৃথক পৃথক বৈঠককালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুসহ পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এক্সচেঞ্জেস-এর পরিচালক ড. ঝু জেনচেন ঢাকাস্থ বিভিন্ন চীনা কোম্পানিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য 'ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রাম' চালুর ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই আগ্রহের জন্য উপাচার্য তাকে ধন্যবাদ দেন। টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

কোষাধ্যক্ষের সাথে চীনের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

চীনের সিচুয়ান প্রদেশের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের পরিদর্শক মি. ওয়াং উ-এর নেতৃত্বে তিন-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সঙ্গে ঢাবি উপাচার্য কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন সিচুয়ান প্রদেশের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞান ও স্নাতকোত্তর বিষয়ক পরিচালক প্যান লি এবং উপদেষ্টা ইয়াং ইউয়েলিন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের সিচুয়ান প্রদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণের ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। এসময় চীনা প্রতিনিধিদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা নিয়েও ফলপ্রসু আলোচনা করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করায় প্রতিনিধিদলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর টম মিশসা গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

জাপানের ইকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. শিগেকি মাসুনাগা-এর নেতৃত্বে চার-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন জাপানের সিজুকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাকাশি আমাগাই, ড. মাসাহিরো তকোমুরা এবং কেনটো সিই।

চীনের হুয়াজং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির অধ্যাপক ড. লিউ উই-এর নেতৃত্বে আট-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

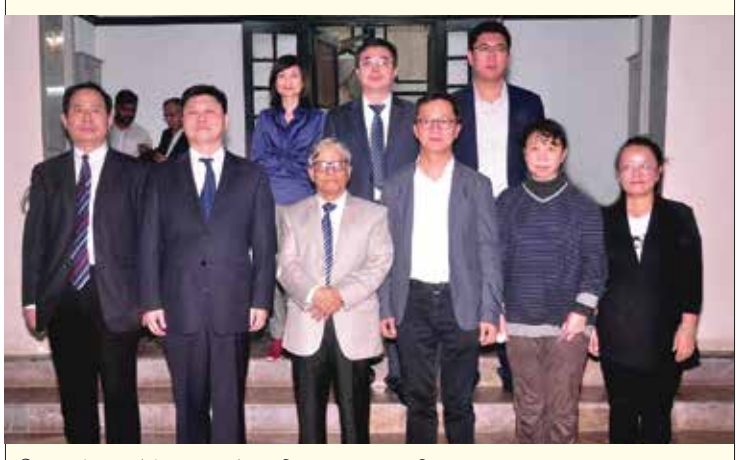

চীনের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এক্সচেঞ্জেস-এর পরিচালক ড. ঝু জেনচেন-এর নেতৃত্বে ছয়-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে "Applied Statistics" শীর্ষক ৩দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

চীনের সিচুয়ান প্রদেশের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের পরিদর্শক মি. ওয়াং উ-এর নেতৃত্বে তিন-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সঙ্গে ঢাবি উপাচার্য কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন সিচুয়ান প্রদেশের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞান ও স্নাতকোত্তর বিষয়ক পরিচালক প্যান লি এবং উপদেষ্টা ইয়াং ইউয়েলিন।

'ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল-অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি ফেস্ট' উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ২১ নভেম্বর ২০১৯ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে 'ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল-অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি ফেস্ট-২০১৯' উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মাহফুজা খানমের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ ভূটান দূতাবাসের কূটনীতিবিদ মি. ডোমাং, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন। অনুষ্ঠানে মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল-অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি'র সমন্বয়ক মো. সেলিম হোসেন একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মনোস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর দিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের আরও মজবুত ও মধুর করতে হবে।

উৎসবে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২৬জন গবেষকের পিএইচ.ডি.

(১ম পৃষ্ঠার পর) ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে ফারুক হোসেন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে তাপস কুমার বিশ্বাস, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধীনে শাকিলা ইয়াসমিন এবং পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে সোনিয়া জেবসীন।

এম.ফিল. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন: ইংরেজী বিভাগের অধীনে সাবরিনা আহমেদ চৌধুরী, আরবী বিভাগের অধীনে আব্দুল বারী ওয়াদুদী, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে মো. আল-আমীন পলাশ, মাহমুদা আক্তার, নাজমুন নাহার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে সালমা আক্তার, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে স্নেহ বাড়ৈ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মো. লোকমান হায়দার চৌধুরী, আফরোজা আক্তার, নাজিমুন নাহার, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে দিলরুবা আফরোজ, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মো. আবদুর রহিম, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে শাহানা পারভীন, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে সৈয়দা রায়হানা আখতার, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে আবুল হাসনাত এবং মার্কেটিং বিভাগের অধীনে পারিসা ইসলাম।

ডি.বি.এ. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন: ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধীনে মো. আখতারুজ্জামান তালুকদার এবং জাভেদ মাহমুদ।

একাদশ জাতীয় স্নাতক

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) হওয়া জরুরি' উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হতে হবে। তিনি গণিতকে সকল বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, গণিতের ভাষায় ভুল হলে সকল ক্ষেত্রেই ভুল হবে। শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি দূর করতে জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, নতুন প্রজন্মের কাছে গণিতকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী এই গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়। দেশের ৮টি অঞ্চল থেকে নির্বাচিত মোট ৮০জন প্রতিযোগী চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

দু'দিনব্যাপী বার্ষিক সংগীত উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের ২৫ বছর পূর্তি এবং দু'দিনব্যাপী বার্ষিক সংগীত উৎসব গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কেক কেটে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। এসময় সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন টুম্পা সমদ্দার, বরেণ্য সংগীত শিল্পী অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিভাগের ২৫ বছর পূর্তি ও বার্ষিক সংগীত উৎসব আয়োজন করার জন্য বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত বিভাগ খোলার পর থেকে এই বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে আসছে।

একাদশ জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের উদ্যোগে 'একাদশ জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড'-এর চূড়ান্ত পর্ব গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী এই অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষ্যে উপাচার্যের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। বাংলাদেশ গণিত সমিতি এবং এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এই অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অমল কৃষ্ণ হালদার। এসময় একাদশ জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াডের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মুনিবুর রহমান চৌধুরী, সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. মো. মনিরুল আলম সরকার, বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মোবারক হোসেন, এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক তন্দ্রা চাকমা এবং গণিত বিভাগ ও ফলিত গণিত বিভাগের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাবুল হাসান উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। 'জীবনে সফল হওয়ার চেয়ে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি বিজয় একাত্তর হল প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজয় একাত্তর হলের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান এবং বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৯ হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড, স্বর্ণপদক ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এ. জে. এম. শফিউল আলম ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক কে এ এস মুরশিদ। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন বীরাঙ্গনা কানন গোমেজ এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম সামছুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও হলের আবাসিক শিক্ষক এ কে এম খাদেমুল হক।

স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য প্রভোস্ট গোল্ড মেডেল পেয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মো. এরশাদুল হক। এছাড়া, হলের ১১জন শিক্ষার্থী প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। অনুষ্ঠানে হলের ৪৫জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে দরিদ্র মেধাবৃত্তি এবং ৭৬ জন শিক্ষার্থীকে বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী এবং সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। উপাচার্য অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও উদার নৈতিক মূল্যবোধ ধারনের পাশাপাশি আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি দক্ষতা ও জ্ঞানার্জনের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিজয় একাত্তর হলের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী ছাড়াও বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ এবং আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সুবর্ণ জয়ন্তী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক ড. কামালুদ্দীন আহমদের ম্যুরাল উন্মোচন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ইনস্টিটিউটে এই ম্যুরাল উন্মোচন করেন।

এসময় ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শেখ নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক ড. কামালুদ্দীন আহমদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক। তিনি এই ইনস্টিটিউটে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপনসহ পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণে অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। উপাচার্য সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

ফরিদ-শিরিন ট্রাস্ট বৃত্তি পেলেন ৩ মেধাবী শিক্ষার্থী

লেখাপড়ায় সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ৩জন মেধাবী শিক্ষার্থী "ফরিদ-শিরিন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি" লাভ করেছেন। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন মাহমুদুল আহসান (আরবী), জাকিয়া জাহান এ্যানি (ভাষাবিজ্ঞান) এবং মিথিলা আচার্য্য (নৃত্যকলা)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা মো. ফরিদ মিঞা উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তোমরা লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজেকে একজন সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। দাতাদ্বয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ছিলেন এবং একটি সুন্দর মূল্যবোধ নিয়ে তাদের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করায় তাদেরকে উপাচার্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এই "ফরিদ-শিরিন ট্রাস্ট ফান্ড"-এর মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা মো. ফরিদ মিয়া ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৫শ' টাকার একটি চেক গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন। এই অনুদানের ফলে ফরিদ-শিরিন ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন ১০ লাখ টাকায় উন্নীত হলো।

উল্লেখ্য, এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর কলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৩জন অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির আন্তর্জাতিক দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন। রেলমন্ত্রী মো. নুরুল ইসলাম সুজন এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫